দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 19 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসঙ্গে কিছু কথা

নূরুল হালিম

শিক্ষাই জাতির 'মেরুদন্ড-এ কথাটি ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি। এখন যাঁরা প্রবীণ আমাদের ছেলেবেলায় কথাটি তাঁরা বলেছেন, এখনও বলছেন, আমরাও বলছি। Transaltion করছে যত্ন করে ছেলেমেয়েরা- 'Education is the backbone of a nation.' শিক্ষা যেমন জাতির মেরুদন্ড গড়তে পারে তেমনি মেরুদন্ড ভেঙেও দিতে পারে। এ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা যায় বর্তমানকালের মাধ্যমিক পরীক্ষার Result-এর দিকে তাকালে। ৪ আগষ্ট, বুধবার (১৯৯৩) দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ১৯৯১ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ৪,৭৫,২৬১ জন ছাত্র-ছাত্রী। কৃতকার্য হয় ৩,০৮,৬৭৬ জন। ১৯৯২ সালে অংশগ্রহণ করে ৫,২২,১৭৪ জন ছাত্র-ছাত্রী এবং কতৃকার্য হয় তিন লাখেরও বেশি। ১৯৯৩ সালে ঢাকা বোর্ডে (ইত্তেফাক ঃ ৩ আগষ্ট) ২ লাখ ১৯ হাজার ৫০১ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে কৃতকার্য হয় ১ লাখ ২৯ হাজার ৭৪৯ জন। এর মাঝে ৬৯ হাজার ৪০৭ জন প্রথম বিভাগে, ৪৮ হাজার ২২৭ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ১২ হাজার ১১৫ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। পাসের হার শতকরা ৫৯.১১। কুমিল্লা বোর্ডে (ইত্তেফাক ঃ ১ আগষ্ট) অংশগ্রহণকারীর মোট সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৬২ হাজার ৮৭৭ জন। এর মাঝে ৪৯ হাজার ১৩১ জন প্রথম বিভাগ, ৪০ হাজার ৯৩১ জন দ্বিতীয় বিভাগ এবং ১০ হাজার ৬৯৩ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। পাসের হার শতকরা ৬১.৮৬। রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে (ইত্তেফাক ঃ ৮ আগষ্ট) মোট ১ লাখ ৪৫ হাজার ২২৯ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়। এদের মধ্যে ৩৭ হাজার ৯৪৪ জন প্রথম বিভাগ, ৪২ হাজার ৪৮৮ জন দ্বিতীয় বিভাগ, ৭ হাজার ৮৪৯ জন তৃতীয় বিভাগে পাস করেছে। রাজশাহী বোর্ডে পাসের হার ৬০.৭৮। যশোর বোর্ডে (ভোরের কাগজ ঃ ৯ আগষ্ট), ১ লাখ ৬৪ হাজার ৩০১ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। পাস করে ৮৫ হাজার ৬১৭ জন। পাসের হার ৬৩.৭৫। প্রথম বিভাগে ৩৫ হাজার ৮৩৩ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৪১ হাজার ৭৩১ জন, তৃতীয় বিভাগে ৮ হাজার ৫৩ জন পাস করেছে। চারটি বোর্ডে সম্মিলিত পাসের হারের গড় ৬১.৩৮।

পাসের হার তথা শিক্ষিতের হার বাড়াই একটি উন্নত দেশ-একটি উন্নতি জাতি গঠনের প্রাথমিক সোপান-এ কথা আমরা জানি। আমাদের স্বাধীনতাকে bottomless basket বলা হয়ে থাকে। যতটুকু মনে পড়ে একজন বুদ্ধিজীবী বলেছেন– বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশের একটি মানচিত্র ছাড়া আর কিছুই নেই। শিক্ষাও এখন সার্টিফিকেটে সীমাবদ্ধ রয়েছে-এ কথা অবলীলাক্রমে বলা যাবে। মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে চারিদিকে Star আর First division-এর ছড়াছড়ি। এ দেশের ছেলেমেয়েরা First division আর Star বেশি পাক এটা আমরা চাইবো না কেন? কিন্তু কথা হচ্ছে, এখন যারা অবাধে First division আর Star পেল এদের মধ্যে ক'জনা প্রতিটি বিষয়ের কিছুটা হলেও গভীরে যেতে পেরেছে? পারেনি।

না পারারই কথা। কেননা প্রতিটি বিষয়ে পঞ্চাশ নম্বর রয়েছে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নে একমাত্র সাধারণ গণিত আর উচ্চতর গণিত ছাড়া।

চলতি বছর এস, এস, সি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে বিজ্ঞান শাখায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে গর্বণমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুলের ছাত্র এ এস এম রফিক উল্লাহ। বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসঙ্গে তার মন্তব্য তার পরিভাষায় 'এ পদ্ধতিতে ত্রুটি রয়েছে। 'প্রশ্ন ব্যাংক' বিষয়টি উঠিয়ে দেয়া খুবই জরুরী।' প্রশ্ন কেবলমাত্র Memorise করলেই বিষয় বোঝা যায় না। Memorising Answer এড়াবার জন্যে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের গুরুত্ব অপরিসীম। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর খোঁজ করার মাধ্যমেই পুরো lesson টা সম্পর্কে মোটামুটি পরিপূর্ণ ধারণা করা সম্ভব। কিন্তু নির্ধারিত প্রশ্ন ব্যাংক নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের আসল গুরুত্ব একদম পণ্ড করে দেয়। বরঞ্চ Memorise করার প্রবণতা আরও বাড়িয়ে দেয়, বিষয় বোঝার সম্ভাবনা একদম থাকে না। আবার রচনামূলক প্রশ্ন পুরোপুরি বাদ দিলে একজন ছাত্র একটি নির্ধারিত বিষয় কতটুকু আয়ত্তে আনতে পারলো তা জানা সম্ভব নয়।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে মুখস্ত অপরিহার্য। গণিত শাস্ত্রসহ বিজ্ঞানের বিষয়গুলোর সূত্র, হিসাব-নিকাশ, মাপজোক ইত্যাদি মুখস্থ ছাড়া গতি নেই। এরকম ব্যাপার বাণিজ্য বিভাগে আছে, কলা বিভাগেও থাকতে পারে। এখন কথা হচ্ছে, নৈর্ব্যক্তিক, রচনামূলক, মুখস্ত প্রশ্নের পার্সেন্টেজ নির্ধারণ করা।

শুনেছি এ শিক্ষা ব্যবস্থা '৯৫ সাল পর্যন্ত চলবে, তারপর বদলে যাবে। প্রশ্ন ব্যাংক থাকবে না। প্রতিটি বিষয়ে আলাদা আলাদা পাস দেয়া হবে। তবে বদলে দেবার আগে শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে যাঁরা বিজড়িত, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের যাঁরা উর্ধতন কর্মকর্তা তাঁরা আগেপিছে ভেবে নেবেন। পরবর্তীতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় যেন ছাত্র-ছাত্রীদের মেধার বিকাশ ঘটে। তাদের যেন নিজ থেকে যথোপযুক্ত উত্তরপত্র তৈরি করার উদ্ভাবনী শক্তির সৃষ্টি হয়- গৃহশিক্ষকের শরণাপন্ন না হতে হয়। এ কথা মনে রাখতে হবে মুখস্তের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অন্তস্থ, আত্মস্থ। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিটি বিষয় অন্তস্থ আর আত্মস্থের মাধ্যমে গঠনশীল, বিবেকবান, আত্মনির্ভরশীল, মেধাবীরূপে গড়ে তুলতে হবে।

মাধ্যমিক স্তর হচ্ছে শিক্ষা জীবনের মূল ভিত্তিপ্রস্তর-উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের একমাত্র-অন্যতম অবলম্বন। এ ভিত্তি প্রস্তর যদি নড়বড়ে হয়ে যায় তবে ছেলেমেয়েদের সিংহভাগ উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বিপাকে পড়ে যাবে। কলেজে ভর্তি হওয়া থেকে বঞ্চিত হবে। কেননা কলেজে এতটা আসন নেই। আর ভাল কলেজের কথা না হয় বাদই দিলাম। সেখানে নির্ধারিত মার্কস-এর বিনিময়ে ভর্তি করানো হয়। এ যেন নিলামে পণ্য সামগ্রী কেনা।

এবার ১৯৯১ সালে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছেলেমেয়েদের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। একজন কলেজ অধ্যাপক বর্তমান উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-

(৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

মাধ্যমিক শিক্ষা

(৬-এর পৃষ্ঠার পর)

ছাত্রীদের Promotion Test-এর Chemistry-খাতা দেখছিলেন। বেশির ভাগ ছেলেমেয়ে chemistry-তে পাসই করতে পারেনি। যারা পাস করেছে তাদেরও শোচনীয় অবস্থা। এমন কি পরীক্ষার খাতায় কেমন করে উত্তরপত্র গুছিয়ে লিখতে হয় তাও তারা জানে না। জানবে কেমন করে? এটা যে মুখস্থ 'টিক' কিংবা 'ক্রস' চিহ্ন দেবার ফল।

৯ শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছেলেমেয়েরাও মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে প্রথম বিভাগ পেয়েছে। অনেক অভিভাবক বিশ্বাসই করতে চাননি তাদের ছেলেমেয়েদের অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তোষজনক ফলাফল দেখে।

ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্রিটিশরা বাঙালীদের মাছিমারা কেরানিতে পরিণত করেছে। বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের মাছিমারা কেরানিও হতে দেবে না। কেননা মাছিমারা কেরানি হতে গেলে এখন উচ্চ মাধ্যমিক পাস হতে হয়। অনেক সময় শুধু উচ্চ মাধ্যমিক ডিগ্রীতেও কুলায় না। যারা এ ধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক স্তর পেরেলো তাদের অনেকের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ঝরে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

আমরা কি এখন নির্বিঘ্নে বলতে পারি, ক্ষমতাসীনরা বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রেখে দেখাতে চান দেশে শিক্ষিতের হার তারা বাড়িয়ে দিচ্ছেন!

এমন পরিকল্পনা থাকলে তাঁরা ভুল করছেন। এটাতো ভিতর থেকে বাড়ানো নয়– টেনে লম্বা করার মতো অবস্থা। এখানে চাকচিক্য আছে, সার্টিফিকেটে মার্কের বাড়াবাড়ি আছে, হৈ-চৈ, ঢাক-ঢোল পেটানো আছে। এখানে অন্তরীণ বেড়ে ওঠা নেই, পরিপূর্ণতা, পরিতৃপ্তি নেই। আত্ম-উন্নয়ন থেকে সমষ্টি উন্নয়ন নেই।